সংবাদ

তারিখ ... 27 JUN. 2008

পৃষ্ঠা 2 কলাম ... 2

মাধ্যমিকে পাসে রেকর্ড : ৭২.১৮%

৪২ হাজার জিপিএ-৫

আতাউর রহমান

এবার মাধ্যমিকে পাসে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। মোট ৯ বোর্ডে গড় পাসের হার ৭২ দশমিক ১৮। দেশের সাধারণ ৭টি শিক্ষা বোর্ডসহ মোট ৯টি শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকলেও পাসের হার শতকরা ১৩ দশমিক ৮২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ হাজারে। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ২০০৮ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার

এক নজরে ৯ শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল

বোর্ড	অংশগ্রহণকারী	পাসের সংখ্যা	পাসের হার
ঢাকা	২,১৮,৮৯৭	১,৭০,৩৩১	৭৭.৮১%
রাজশাহী	২,০৭,২৫০	১,৩৪,৪৯২	৬৪.৮৯%
কুমিল্লা	৭৬,৭৭৪	৫৬,০৪২	৭৩.০০%
যশোর	১,০৫,২৯৬	৭৫,২০৯	৭১.৪৩%
চট্টগ্রাম	৫৫,০০২	৩৯,৯৪৪	৭২.৬২%
বরিশাল	৪৮,৬৫৪	৩৩,৪৫৮	৬৮.৭৭%
সিলেট	৩১,৭৩৬	১৭,১০০	৫৩.৮৮%
মাদ্রাসা বোর্ড	১,৮০,৫৮৫	১,৪৮,১৮৬	৮২.০৬%
কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	৮২,৩৭৫	৫১,৮০১	৬২.৮৮%
	১০,০৬,৫৬৯	৭,২৬,৫৬৩	৭২.১৮%

জিপিএ-৫ : ৪২ হাজার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এসব তথ্য পাওয়া গেছে। শিক্ষা য়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা এবারের এসএসসি ও র পরীক্ষার ফল প্রকাশের ঘোষণা

া, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, সিলেট ও বরিশাল এবং মাদ্রাসা ও রি- এ ৯টি শিক্ষা বোর্ড থেকে এ মাট ১০ লাখ ৬ হাজার ৫৬৯ জন র্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় নয়। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৭ ৬ হাজার ৫৬৩ জন শিক্ষার্থী। ৯টি বোর্ডে পাসের শতকরা হার ৭২ ১৮ ভাগ, যা গত বছর ছিল ৫৮ ৩৬ ভাগ। সাধারণ ৭টি শিক্ষা এবারের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের তকরা ৭০ দশমিক ৮১। যা গত তুলনায় ১৬ দশমিক ০১ ভাগ বৃদ্ধি । বিভিন্ন বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তিসহ াবে এ বছর শিক্ষার্থীরা এগিয়ে

বছর এসএসসি পরীক্ষায় ৭টি শিক্ষা বোর্ডে (ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, সিলেট ও) ৭ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৯ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৫ ২৬ হাজার ৫৭৬ জন শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে। এ বছর এই বোর্ডে পাসের হার শতকরা ৭০ ৮১। গত বছর এসব শিক্ষা বোর্ড ৭ লাখ ৯২ হাজার ১৬৫ জন র্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৫৫ জন। শতকরা হার ছিল ৫৪ দশমিক ৮০ া এ বছরের পরীক্ষায় শতকরা ১৬ ০১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বছর এ রকম প্রতিষ্ঠান ছিল ২৪৮টি। এবার তা কমে হয়েছে ৯১টি।

এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ২ লাখ ১৮ হাজার ৮৯৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। কৃতকার্য হয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার ৩৩১ জন শিক্ষার্থী। কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮৯ হাজার ৬৯৯ জন ছাত্র এবং ৮০ হাজার ৬৩২ জন ছাত্রী। ছাত্র পাসের হার ৭৯ দশমিক ৪২ এবং ছাত্রী পাসের হার ৭৬ দশমিক ১০ ভাগ। এ বোর্ডে মোট গড় পাসের হার শতকরা ৭৭ দশমিক ৮১ ভাগ। গত বছর যা ছিল ৬০ দশমিক ৮১ ভাগ। গত বছরের তুলনায় এ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮ হাজার ৯৩৬ জন। তথ্য মতে, এ বোর্ডে শতকরা ৮ দশমিক ৬৫ ভাগ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। ৭টি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবার সবদিক মিলিয়ে সর্বোচ্চ ফল অর্জন করেছে।

অন্যদিকে সিলেট শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার সবচেয়ে কম। এ শিক্ষা বোর্ডে এবারের পরীক্ষায় ৩১ হাজার ৭৩৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ১৭ হাজার ১০০ শিক্ষার্থী। কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ৮ হাজার ৩৭৮ জন এবং ছাত্রী ৮ হাজার ৭২২ জন। এ বোর্ডে ছাত্র পাসের হার শতকরা ৫৬ দশমিক ৮২ ভাগ এবং ছাত্রী পাসের হার শতকরা ৫১ দশমিক ৩৪ ভাগ। গড়ে মোট পাসের হার শতকরা ৫৩ দশমিক ৮৮ ভাগ। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৯২ জন। তবে গত বছরের তুলনায় এ বোর্ডে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬ দশমিক ৬১ ভাগ।

এছাড়াও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে এবারের

২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার আগে দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় সিডরের ফলে পড়ালেখার ব্যাপক ক্ষতি হয়। তারপরও এ শিক্ষা বোর্ডে গত বছরের তুলনায় পাসের হার শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে ৪৮ হাজার ৬৫৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে ৩৩ হাজার ৪৫৮ জন। এ বোর্ডে শতকরা পাসের হার, ৬৮ দশমিক ৭৭ ভাগ।

অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ২০০৮ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৫ জন। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ১ লাখ ৪৮ হাজার ১৮৬ জন। এ বোর্ডে শতকরা পাসের হার ৮২ দশমিক ০৬ ভাগ। গত বছরের তুলনায় পাসের হার ১৬ দশমিক ১৯ ভাগ বেশি। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪২ হাজার ৩৭৫ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৫১ হাজার ৮০১ জন। এ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬২ দশমিক ৮৮ ভাগ। গত বছরের তুলনায় এ বছর এ শিক্ষা বোর্ডে শতকরা ১১ দশমিক ০৮ ভাগ পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকাশিত ফল নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, ক্রমান্বয়ে পাসের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, অভিভাবকদের নিরলস প্রয়াস, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিশ্রমসহ সংশ্লিষ্ট সবার নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন।